সংবাদ

তারিখ : 19 APR 2014
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

প্রভাবশালীদের অসহযোগিতা-বিরোধিতা

১৫শ' গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

স্থানীয় প্রভাবশালীদের অসহযোগিতা, বিরোধিতা ও আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টার কারণে সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ৫শ' গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ২০১৪ সালের মধ্যে ১ হাজার ৫শ' বিদ্যালয় নির্মাণ করার পরিকল্পনা থাকলেও গত আড়াই বছরে মাত্র ৭শ' বিদ্যালয় নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। বাকি ৮শ' বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩শ' বিদ্যালয় নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন থাকলেও ৫শ' বিদ্যালয় নির্মাণ পুরোপুরি অনিশ্চিত। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, বিদ্যালয়ের স্থান নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা প্রভাব বিস্তার এবং নিজেদের ইচ্ছামতো স্থান নির্বাচনের অপচেষ্টা করার প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের বেশিরভাগ স্কুল নির্মাণই জটিলতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। জানতে চাইলে 'বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ৫শ'টি গ্রামে সরকারি বিদ্যালয় নির্মাণ' প্রকল্পের পরিচালক সিরাজুল ইসলাম খান সংবাদকে বলেছেন, 'বিভিন্ন স্কুলের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আমরা নিয়মিত প্রকল্প কার্যক্রম তদারকি করছি। আশা করছি নির্ধারিত সময়েই প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।'

তবে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছেন, এ সরকারের আমলে সর্বোচ্চ ১ হাজার গ্রামে বিদ্যালয় নির্মাণ সম্ভব হবে। জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে সমন্বয় না হওয়ায় ৫শ' স্কুল নির্মাণ অনিশ্চিত। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ৭শ' স্কুলের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ৩শ'টি গ্রামে স্কুল স্থাপনের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে। সেই অনুযায়ী ১ হাজার স্কুলের জন্য ১ হাজার প্রধানশিক্ষক এবং স্কুল প্রতি চারজন করে মোট ৪ হাজার সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টির জন্য সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা পাঠিয়েছে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, আপাতত

বিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ২ ক ৫

বিদ্যালয় : নির্মাণ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রতি স্কুলের জন্য চারজন সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব পাঠানো হলেও পর্যায়ক্রমে প্রতি স্কুলে ১৪ জন সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হবে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী সারাদেশে জরিপ করে প্রায় ২ হাজার ১শ' বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম তালিকাভুক্ত করা হয়। এ থেকে বাছাই করে ২০১৪ সালের মধ্যে ১ হাজার ৫শ' গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত বছর ৮০৩টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রাম বাছাই করা হয়েছিল। কিন্তু স্থান নির্বাচনের বিষয়ে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে সমঝোতা না হওয়ায় এ তালিকা কাটছাঁট করতে হয়েছে। প্রতিটি স্কুল নির্মাণে সরকারের খরচ হবে প্রায় ৫০ লাখ টাকা।

স্কুল স্থাপনের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, 'স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রথমে বিনামূল্যে জমিদানে রাজি হয়েছিল। কিন্তু পরে তারা শর্ত জুড়ে দেয়– সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারী হিসেবে জমিদাতাদের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে হবে। এতে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের জমি গ্রহণে পিছু হটে। এখন বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে পছন্দনীয় জমি অধিগ্রহণ করেই স্কুল স্থাপনের পথে এগোচ্ছে মন্ত্রণালয়।'

স্কুল স্থাপনের শর্ত : জানা যায়, দু'টি ক্রাইটেরিয়ায় স্কুল প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচন করা হচ্ছে। একটি হলো- যে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে সে গ্রামে কমপক্ষে ২ হাজারের বেশি জনসংখ্যা থাকতে হবে এবং যে গ্রামের ২' কিলোমিটারের মধ্যে কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে গ্রামকে প্রাধান্য দেয়া হবে। এছাড়াও স্কুলের স্থান নির্বাচনে বন্যায় নদী ভাঙন ও শিশুদের যাতায়াত সুবিধা বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। বন্যার সময় যাতে স্কুল পানিতে তলিয়ে না যায় সে স্থানেই স্কুল নির্মাণ করা হবে।

বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর জানায়, দেশের প্রায় ২ হাজার ১শ'টি গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এসব এলাকার দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু গ্রামে দু'একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বা কিন্ডারগার্টেন থাকলেও সেগুলোতে পাঠদান অনেক ব্যয়বহুল। তাই সব শিশু বিদ্যালয়ের আওতায় আসছে না। মহাজোট সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে দেশের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর আলোকে বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া, পশ্চাৎপদ, চর-হাওড়-বাঁওড়, পাহাড়ি এলাকায় একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়।

জানা যায়, ২০১০ সালের প্রথম দিকে ১ হাজার ৫শ'টি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় ৭৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতিটি স্কুলের জন্য সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ ধরা হয়, ২০১১ সালের জুন থেকে ২০১৪ সালের জুন নাগাদ। চলতি অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ আছে ১৫০ কোটি টাকা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) স্কুল নির্মাণের কাজ করছে।

এ বিষয়ে ১ হাজার ৫শ'টি গ্রামে স্কুল নির্মাণের দায়িত্বে থাকা এলজিইডির সিনিয়র প্রকৌশলী আমিনুর রশীদ সংবাদকে বলেন, ইতোমধ্যে ৭শ'টি স্কুলের কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়ে গেছে। এসব প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দও দিয়েছে মন্ত্রণালয়। ফলে আশা করা যাচ্ছে, এ সরকারের আমলেই এসব স্কুল নির্মাণের কাজ শেষ হবে। মন্ত্রণালয় এ প্রকল্প বাস্তবায়নের খুবই আগ্রহী।